ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১

(২০০১ সনের ৫৬ নং আইন)

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১৷ এই আইন ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “ইমাম” অর্থ বাংলাদেশের কোন মসজিদে নিযুক্ত ইমাম;

(খ) “ট্রাস্ট” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট;

(গ) “তহবিল” অর্থ ট্রাস্টের তহবিল;

(ঘ) “পরিবার” অর্থ ইমাম বা মুয়াজ্জিনের স্ত্রী এবং তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল পুত্র ও কন্যা এবং পিতা ও মাতা;

(ঙ) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(চ) “বোর্ড” অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টী বোর্ড;

(ছ) “মুয়াজ্জিন” অর্থ বাংলাদেশের কোন মসজিদে নিযুক্ত মুয়াজ্জিন৷

ট্রাস্ট স্থাপন

৩৷ (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার এই আইনের বিধান অনুযায়ী ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করিবে৷

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং স্বীয় নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধেও উক্ত নামে মামলা দায়ের করা যাইবে৷

ট্রাস্টের কার্যালয়

৪। ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং উহা, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন ধারা ৬ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে ট্রাস্টী বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টী বোর্ডের গঠন

৬। (১) ট্রাস্টী বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মহা-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পদাধিকারবলে, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যুন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যুন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যুন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত তিনজন ইমাম;

(ছ) পরিচালক, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, পদাধিকারবলে যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১)(চ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বত্সর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার, শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া, যে কোন সময় যে কোন সদস্যকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উক্তরূপ কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

ট্রাস্টের কার্যাবলী

৭। ট্রাস্টের কার্যাবলী হইবে নিম্্নরূপ, যথা:-

(ক) কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন মারাত্মক দুর্ঘটনা, পঙ্গুত্ব, দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি জনিত কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(খ) কোন ইমাম বা মুয়াজ্জিন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(গ) ইমাম বা মুয়াজ্জিনকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কারণে ও পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান;

(ঘ) ইমাম বা মুয়াজ্জিনের মেধাবী ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঙ) ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ এবং তাহাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ সাধন; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ছয় মাসে বোর্ডের কমপ্রোক্ষ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং তাঁহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যুন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার"েক্ষত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সভার সিদ্ধান্তম গ্রহণ করা হইবে, এবং ভোটে সমতার"ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তত্সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।